ফরিদুর রেজা সাগর

# অনতু ও একুইরিয়াম

অনতুদের বসার ঘরে পুরনো আমলের একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। দেয়াল ঘড়িটায় প্রতি দুই ঘণ্টা পর পর ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজে। তবে এখন দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টাই যখন তখন ঘড়ির ঘণ্টা বাজতে থাকে। অনতু শুনেছে আগে এই ঘণ্টার আওয়াজে বাসার লোকেরা বিরক্ত হতো। কিন্তু তারপরও অনতুর দাদা ঘড়িটা বাইরের ঘর থেকে সরাননি।

অনতু শুনেছে দাদা ছিলেন কঠিন নিয়মের মানুষ। তিনি বলতেন, এই ঘড়িটা হলো জীবনের প্রতীক। আমরা যে বেঁচে আছি, চলছি-ফিরছি এই সবকিছুই আরও বেশি করে বোঝা যায় ঘড়ির ঢং ঢং শব্দ শুনলে।

অনতুর দাদার সেই বিশ্বাসের কারণে ঘড়িটা পরে কেউই আর বাইরের ঘর থেকে সরিয়ে ফেলেননি। আর এখন তো সবাই জেনে গেছে, এই ঘড়ির শব্দ শুনে এ বাড়ির শিশুদের ঘুমও ভাঙে না।

অনতুর মা অবশ্য আরেকটা কথা বলেন, একবার একজন খুব বড় কারিগর বিদেশ থেকে অনতুর দাদার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি এই ঘড়িটা তৈরি করেছিলেন। ঘড়ির সেকেন্ড-ঘণ্টা-মিনিটের কাঁটা ঘুরিয়ে সময় ঠিক রাখা খুব কঠিন। সেটা যত নিখুঁত হয় একটা ঘড়ি ততো ভালো সময় দেয়। এই ঘড়িটা এতোই নিখুঁত ভাবে তৈরি যে ঠিকমতো চাবি দেয়ার কারণে আজ পঞ্চাশ বছরেও কখনো স্লো বা ফাস্ট হয়নি।

ঘড়িটার আরেকটা বড় বৈশিষ্ট্য হলো সব ঘড়িতে সাধারণত ঘণ্টায় একবার ঢং ঢং করে বাজে। কিন্তু এই ঘড়িতে দুই ঘণ্টায় একবার।

একটু আগে অনতু চারটা ঘণ্টার আওয়াজ শুনেছে। অন্ধকারেও অনতু বুঝতে পারছে এখন ভোর চারটা বাজে। অনতু রোজকার মতোই রাত বারোটার দিকে বিছানায় শুতে এসেছে। কিন্তু মন তার ভীষণ অস্থির। ঘুম আসছে না।

ঘুম না আসার একটা বড় কারণ আজ দুজনের কাছে বকা খেয়েছে। অনতু যে একদম বকা খায় না তা নয়। কিন্তু মাঝে মাঝে অকারণে বকা খেলে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

দুপুরবেলা প্রথম বকাটা খেয়েছিল অংক স্যারের কাছে। আগের দিন যে হোম ওয়ার্ক ছিল তার পুরোটাই ঠিক মতো করে নিয়েছিল অনতু। কিন্তু খাতা দেখে স্যারের প্রচন্ড রাগ। অনতুকে কোন কথা না বলার সুযোগ দিয়েই বললেন--অনতু– ইউ স্ট্যান্ড আপ অন দি বেঞ্চ।

বলে অনতুকে কান ধরে বেঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন। অনতু প্রথমে বুঝতেই পারেনি খাতায় তার ভুল কোথায়! স্যার যখন আবার সবার খাতা দেখে অনতুর দিকে ফিরে ভুলটা দেখালেন তখনও অনতু বুঝতে পারেনি, তার কি ভুল? শেষ পর্যন্ত অনতু আবিষ্কার করলো যে বইটা দেখে সে হোম ওয়ার্ক করেছে সেই বইতেই ছাপার মধ্যেই একটা ভুল ছিল।

স্যারকে সেটা দেখানোর পর স্যার একটা কথাই বললেন--কবে যে এদেশের সব বইপত্র ঠিক হবে?

স্যারকে তো আর বলা যায় না বইয়ের ভুলের জন্য আপনি আমাকে শাস্তি দিলেন। তারপরও বাড়ি ফিরে অনতু ভেবেছিল ব্যাপারটা ভুলে যাবে। কিন্তু খাবার টেবিলে আরেক কান্ড। অনতুরা দুই ভাই। ওর ভাই সনতু ওর চেয়ে দুই বছরের ছোট। দুই ভাইয়ের মধ্যে সাধারণত সব কিছুতেই অনেক মিল রয়েছে। যদিও মা সবসময়ই চেষ্টা করেন দুজনের জন্য একই রকম কাপড় পড়তে। তারপরও অনতু যদি কখনো মাঝে বলে-- মা তোমার শাড়িটা খুব সুন্দর।

সনতুও কয়েক সেকেন্ড বিরতি দিয়ে বলবে--মা তুমি এতো সুন্দর শাড়ি পেলে কোথায়?

দুজনের কথা তখন একই রকম। সনতু এমন ভাবে কথাটা বলে যেন সে বড় ভাইয়ের কথার সঙ্গে একমত পোষণ করছে। সবসময়ই ব্যাপারটা ঘটে। কিন্তু আজ খাবার টেবিলে ব্যাপারটা একেবারেই অন্যরকম হলো।

কক্সবাজারে অনতুর এক মামা রয়েছেন। শানু মামা। শানু মামাকে ছোটবেলা থেকেই অনতু আর সনতু দুজনেরই খুব পছন্দ। এর একটা বড় কারণ বোধহয় শানু মামার মাথায় বিরাট টাক। একটি চুলও নেই মাথায়। টাকে তেল দিয়ে সবসময় চকচকে করে রাখেন শানু মামা। তা ছাড়া শানু মামা নানা অদ্ভুত গল্প বলেন। আজ সন্ধ্যাবেলায় শানু মামা অনতু আর সনতুকে শোনাচ্ছিলেন ডলফিনের গল্প। কক্সবাজার থেকে বাসে করে রওনা দেয়ার সময় যতদূর সমুদ্র দেখা যায় ততোদূর পর্যন্ত নাকি ডলফিনটা পানির মধ্যে দিয়ে ছুটতে ছুটতে তার সঙ্গে এসেছে। গল্পটা শুনে ছোট্ট সনতু হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।
কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

ডলফিনটাকে একলা রেখে শানু মামার চলে আসা উচিত হয়নি। শানু মামা যত সনতুকে বোঝায় সনতুর কান্না ততো বাড়ে।

অথচ অনতু জানে কক্সবাজারে যেখান থেকে বাসে চড়তে হয় সেখান থেকে মোটেই সমুদ্র দেখা যায় না। পুরোটাই শানু মামার গল্প। শানু মামা গল্প বন্ধ করে সনতুর কান্না থামাতে ব্যস্ত। শেষ পর্যন্ত কক্সবাজার থেকে আনা বড় বড় কয়েকটা রূপচান্দা মাছ দেখিয়ে শানু মামা বললেন,

ডলফিনটার চেহারা বদল করে চান্দা মাছ হিসাবে সেগুলো সাথে নিয়ে এসেছি। চকচকে রূপালি চাঁদামাছ দেখে সনতুর চোখের পানি বন্ধ হয়।

কিন্তু সমস্যাটা বাঁধলো খাবার টেবিলে। সনতু প্রথম বুঝতে পারেনি বিকেলে দেখা রূপচান্দা মাছগুলো তেলে ভাজা হয়ে টেবিলে খাবারের জন্য অপেক্ষা করছে। বড় মাছগুলোকে মা দু'টুকরো করেছে। দেখেই যে কারো খপ করে খেয়ে ফেলতে মন চাইবে। অনতুরও ব্যাপারটা তাই ঘটালো। টেবিলের সামনে এসে সবাই বসার আগেই মাছের একটা মাথা তুলে চট করে কামড় দিয়ে বসলো। শুধু কামড় নয়– সাথে সাথে বলে বসলো-- আহা, তাজা রূপচান্দা মাছের স্বাদই আলাদা।

সনতু তখন কেবলমাত্র ঘরে ঢুকেছে। একসাথে অনতুর কথা, অনতুর হাতে মাছের মাথার অর্ধেক আর টেবিলের ওপর বাকি মাছ ভাজা দেখে মুহূর্তের মধ্যে চিৎকার।
– ডলফিনগুলোর এ অবস্থা কে করলো।

এসব ক্ষেত্রে সাধারণত যে কাঁদে তার পক্ষে বড়দের রায় যায়। এক্ষেত্রেও তাই হলো। বাবা কিছু না বুঝেই অনতুকে বকা শুরু করলেন।

কেউ এখনো খাবার টেবিলে বসেনি। তার মধ্যেই কেন খাবার তুলে অনতু খাবার শুরু করলো? বাবার সাথে মা'ও কিছুটা বকা দিলেন অনতুকে।

সেই তখন থেকেই অনতুর মন খারাপ। একই দিনে দুবার বকা খাওয়া এবং দুটোই অকারণে। কবে যে অনতু বড় হবে!

অনতুর চোখ পড়ে ঘরের কিনারে রাখা মাছের একুইরিয়ামটির দিকে। একুইরিয়ামের মধ্যে কেবলমাত্র চার রঙের চারটি মাছ রয়েছে। একুইরিয়ামটি যখন আনা হয় তখন অনেক মাছ ছিল। প্রথম দিকে সনতু আর মা মাছগুলোর খুব যত্ন নিতো। কিন্তু আস্তে আস্তে যত্ন কমে গেছে। তখন একুইরিয়ামটি ছিল বাইরের ঘরে। একদিন অনতু ড্রইংরুমে গিয়ে আবিষ্কার করল– একুইরিয়ামে মাছ রয়েছে মাত্র চারটি। তখনই একুইরিয়ামটি নিয়ে এসেছে নিজের ঘরে।

সনতু প্রথমে একটু চেঁচামেচি করেছিল। কিন্তু অনতু কথা শোনেনি। পরে অবশ্য অনতুর একুইরিয়ামটি নিয়ে আসায় দুঃখ হয়েছিল। কারণ ওর ধারণা হয়েছিল, মা আর সনতুর অযত্নের কারণে মাছগুলো মারা গেছে। কিন্তু আসলে তেমন ঘটেনি। অন্য মাছগুলো আসলে নিয়ে গেছে ওর এক খালাতো বোন।
অনতু একুইরিয়ামের দিকে তাকিয়ে দেখল, চারটি মাছই একুইরিয়ামের এ মাথা থেকে ও মাথা পর্যন্ত ছুটোছুটি করছে।

এতো রাত। মাছের চোখ কখনো বন্ধ হয় না। এটা অনতু জানে না। কিন্তু মাছ কি ছুটোছুটি করে ঘুমায়? নাকি ঘুমানোর সময় এক জায়গায় দাঁড়ায়? এতোদিন মাছগুলো ঘরে রয়েছে। কখনো অনতু ব্যাপারটা খেয়াল করেনি। অনতুর ছোটভাই সনতু চান্দা মাছটা খেয়ে ফেললো বলে এতো চেঁচামেচি হয়ে গেল আজ রাতে ডাইনিং টেবিলে। কিন্তু মাছগুলো ওর চোখের সামনে ঘরের মধ্যেই রয়েছে। কিন্তু অনতু জানে না, এতো রাতে মাছগুলো দৌড়াদৌড়ি করছে কেন?
কি? আমরা এতো রাতে দৌড়াচ্ছি কেন? সেটা জানতে চাচ্ছো?
অনতু ঘরের চারপাশে তাকায়। কেউতো নেই। কথা কে বলল?
কি হলো? আমাকে দেখতে পাচ্ছো না? আমি তোমার সামনে।

অনতু মাছের একুইরিয়ামের দিকে তাকায়। একটা মাছ একুইরিয়ামের মাঝখানে এসে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে। মাছ কি কথা বলে?
কি হলো? তুমি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না?
পাচ্ছি। কিন্তু তুমি কে? কোথায়?
বারে! আমি তো তোমার সামনেই।
অনতু এবার বেশ বুঝতে পারছে মাছটাই কথা বলছে।
তোমার নাম কি?
গোল্ড ফিশ।
গোল্ড ফিশ মানে সোনালি মাছ। সেটা তোমার নাম নয়। পরিচয়।
ওটাই সব। আমাদের আলাদা কোন নাম থাকে না।
সে কি কথা! তাহলে এই যে একুইরিয়ামে তোমরা চারজন মাছ– তোমাদের আলাদা কোন পরিচয় নাই?
নাহ্।
তাহলে আমি তোমাদের আলাদা নাম দিচ্ছি। তোমার নাম হলো ... কি হতে পারে ... কি হতে পারে .... তোমার নাম হলো টিপরা।
টিপরা! টিপরা মানে কি?
কোন মানে নাই। আমার ভালো লাগলো। তাই নামটা তোমাকে দিলাম।
তোমারও কোন নাম আছে নাকি?
হাঁ। সব মানুষেরই একটা নাম থাকে। আমার নাম অনতু। আমার ছোট ভাই সনতু।
তুমি সন্ধ্যাবেলা অনেক হইচই করছিলে।
আমি একটা ডলফিন মাছ খেয়ে ফেলেছিলাম।
ডলফিন মাছ কেউ খায় নাকি?
সেটাই তো কথা। আমি তো ডলফিন মাছ খাইনি।
তবে?
খেয়েছিলাম চাঁদা মাছ। কিন্তু সনতু মনে করেছে, আমি খেয়েছিলাম ডলফিন।
সেজন্য এতো চেঁচামেচি?
চেঁচামেচি তো শুরু করেছিল সনতু।
ডলফিন তোমার পছন্দ?
হাঁ। ডলফিনকে কে না পছন্দ করে!
কেন?
ওরা মানুষের বন্ধু। তাছাড়া টেলিভিশনে আমি 'ফ্লিপার' নামে একটা ছবি দেখেছিলাম। সেখানে ডলফিনটার নাম ছিল ফ্লিপার।
তুমি কখনো সত্যিকারের ডলফিন দেখেছ?
না, তা দেখিনি।
তাহলে না দেখেও তোমার ডলফিনের জন্য এতো মায়া?
হাঁ– মায়া-ভালোবাসার জন্য সবকিছু চোখে দেখতে হয় না।
তোমার কথাই ঠিক? এই যে আমরা চারজন একসাথে একুইরিয়ামে কিন্তু কেউ কারো খোঁজ নেই নি।
একদম খোঁজ নাও না।
নাহ্– এই যে আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি– দ্যাখো বাকিরা কেমন ঘুরে বেড়াচ্ছে। খেয়ালও করছে না।
তাই বলে তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা নেই?
তা জানি না। কিন্তু তোমার ডলফিনের জন্য ভালোবাসা দেখে আমার ভালো লাগছে। এই ভালোবাসা তোমার ভাইয়ের জন্য নেই?
আছে তো?
তাহলে সন্ধ্যাবেলা তুমি ভাইয়ের সাথে এতো চেঁচামেচি করলে কেন?
অনতু বিরক্ত হয়। বারবার ঘুরেফিরে খাবার টেবিলের দৃশ্যটাই ওর চোখে ভাসছে।

অনতু হঠাৎ করে টের পেল ওর শার্টের ওপর এক গ্লাস পানি এসে পড়ল। আর মাছটা মুখ ঘুরিয়ে একুইরিয়ামের অন্য তিনটি মাছের সঙ্গে মিশে গেল। অনতু যে বিরক্ত হয়েছে সেটা মাছটা বোধহয় বুঝতে পেরেছে। তাই রাগ করে একুইরিয়াম থেকে পানি ছিটিয়ে আবার সবার কাছে ফিরে গেছে।

চারটা মাছ– কারো নাম নেই। সারাদিন উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ায়। মাছগুলো নাকি সামুদ্রিক। সমুদ্রের বিশাল পানিতে ফেলে দিলে মাছগুলো কি করবে? এই রকমই ঘুরে বেড়াবে।

অনতু আবার বিছানায় শুয়ে পড়ে। পাশের জানালাটা খোলা। সকালের আলো একটু পরেই চোখে পড়বে। কিন্তু আকাশে বড় একটা গোল চাঁদ উঠেছে। পূর্ণিমার চাঁদ। চাঁদকে কিন্তু সবাই ভালোবাসে। কেন ভালোবাসে? আরো ছোটবেলায় শুনেছিল সে, চাঁদের মধ্যে বসে চাঁদের বুড়ি চরকা কাটছে। একসময় চাঁদে মানুষও গিয়েছিল। এখন অনতু শুনেছে, সেটা নাকি পুরোটাই সাজানো ছিল। কিন্তু এই চাঁদ নিয়ে এতো কবিতা লেখা হয়েছে, গান হচ্ছে সবই তো সত্যি। সব মানুষ চাঁদকে ভালোবাসার কথা বলে– কিন্তু চাঁদতো কোন কথা বলে না। চাঁদ শুধু আলো দিয়ে যায়। যদিও অনতু জানে, চাঁদের নিজের কোন আলো নেই।
কি ঘুমিয়ে পড়েছো?
মাছটা আবার ফিরে এসে কথা বলছে।
না। ভাবছি।
কি ভাবছো?
ভাবছি আমি ডলফিন কোনদিন দেখিনি। অথচ ডলফিনের জন্য ছোটভাইয়ের সঙ্গে ঝগড়া করলাম।
শুধু ঝগড়া! তোমার মা-বাবার বকুনিও তো খেলে!
শুধু বকুনি কেন? তুমি যখন কথা বলছিলে তখন আমি তোমার উপর বিরক্ত হচ্ছিলাম।
তাহলে দ্যাখো– একটু আগে ভালোবেসে তুমি নাম দিলে। আবার ভুলে গেলে। বিরক্তও হলে।
তুমি বিরক্ত হও না।
না। বিরক্ত, ভালোবাসা এগুলোর কিছুই আমরা জানি না। ওগুলো একেবারেই তোমাদের গুণাবলী।
অনতু আর কতো ঘুমাবে?

আজ সনতুর ক্রিকেট খেলা। তোমার দেখতে যাওয়ার কথা।

অনতু চোখ খোলে। প্রথমে চোখ পড়ল ঘড়ির দিকে। নয়টা বেজে গেছে।

মা চোখের সামনে। হাতে দুধের কাপ। বিছানার একদিকে বসে আছে সনতু। সনতুর আজ স্কুলে ক্রিকেট খেলা রয়েছে। সেখানে যাবার কথা বলছে। মায়ের সাথে কাল রাতে এতো ঝগড়া হয়েছে – মা সেটা ভুলে গেছে। হাসিমুখে মা সকালবেলাই দুধের গ্লাস নিয়ে হাজির হয়েছেন।
অনতুর মনে হলো, এতো আনন্দের জীবন হয় না। কাল রাতে মায়ের বকা যদি না খেত তাহলে সকালবেলা মাকে দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে দেখতে এতো ভালো লাগতো না। আসলে, মানুষের জীবনে সুখ আছে। আনন্দ আছে। কান্না আছে। হাসি আছে। আর কোন প্রাণীর জীবনে এগুলো নাই। আর সবচেয়ে বড় কথা, অনতুর একটা সুন্দর পরিবার আছে।